পরীক্ষার বুকলেট নং

Subject : BENGALI

Code : 104 (New)

পরীক্ষার বুকলেট কোড

D

(যতক্ষণ না আপনাকে টেস্ট বুকলেট খুলতে বলা হয় ততক্ষণ এই টেস্ট বুকলেট খুলবেন না)

*অনুমোদিত সময় : **45** মিনিট*	*সর্বোচ্চ মার্কস : **200***	*মোট প্রশ্ন : **50***	*উত্তর দেওয়ার জন্য প্রশ্নের সংখ্যা : **40***

এই প্রশ্নপত্রের উত্তর করার আগে দয়া করে এই পৃষ্ঠা এবং পিছনের পৃষ্ঠায় দেওয়া নির্দেশাবলী যত্নসহকারে পড়ুন।

প্রার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা :

1. এই পরীক্ষার পুস্তিকাটিতে ইংরেজি এবং বাংলায় মুদ্রিত **50টি** প্রশ্ন রয়েছে। এর মধ্যে প্রার্থীকে যেকোনো **40টি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যদি একজন প্রার্থী 40টির বেশি প্রশ্নের উত্তর দেন, তাহলে প্রথম 40টি উত্তর দেওয়া প্রশ্ন মূল্যায়ণের জন্য বিবেচনা করা হবে।
2. শুধুমাত্র OMR উত্তরপত্রে **নীল/কালো** বল পয়েন্ট পেন দিয়ে সাবধানে আপনার বিবরণ পূরণ করুন।
3. উত্তর চিহ্নিত করার জন্য শুধুমাত্র নীল/কালো বল পয়েন্ট পেন ব্যবহার করুন।
4. এই পরীক্ষার পুস্তিকাটির কোড হল **D** । নিশ্চিত করুন যে OMR উত্তরপত্রে মুদ্রিত কোডটি এই পরীক্ষার পুস্তিকাটির মতোই। এছাড়াও নিশ্চিত করুন যে আপনার পরীক্ষার পুস্তিকা নং এবং ওএমআর উত্তরপত্র নং হুবহু একই। অমিলের ক্ষেত্রে, পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষামূলক পুস্তিকা এবং ওএমআর উত্তরপত্র উভয়ই পাল্টে দেওয়ার জন্য অবিলম্বে পরীক্ষা হলের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির কাছে বিষয়টি রিপোর্ট করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট পর এ বিষয়ে কোনো দাবি গ্রহণ করা হবেনা।
5. প্রশ্নপত্রের উত্তর করার আগে দয়া করে দেখে নিন যে এই পরীক্ষার পুস্তিকাটিতে মোট **16** পৃষ্ঠা রয়েছে এবং ওএমআর উত্তরপত্রের পাতা সংখ্যা একটি। পরীক্ষার শুরুতে প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যে, পরীক্ষার্থীদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে পরীক্ষার পুস্তিকা এবং ওএমআর উত্তর পত্রের সমস্ত পৃষ্ঠাগুলি সঠিক ভাবে মুদ্রিত হয়েছে এবং সেগুলি কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না।
6. প্রতিটি প্রশ্নের চারটি বিকল্প আছে। এই চারটি বিকল্পের মধ্যে **সবচেয়ে উপযুক্ত বিকল্পটি** বেছে নিন এবং একটি নীল/কালো বলপয়েন্ট পেন দিয়ে OMR উত্তরপত্রে সংশ্লিষ্ট বৃত্তটিকে ডার্ক/কালো করুন।
7. প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ (5) নম্বর দেওয়া হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য এক (1) নম্বর কাটা হবে। যদি একটি প্রশ্নের জন্য একাধিক বৃত্ত ডার্ক/কালো পাওয়া যায়, তবে এটি একটি ভুল উত্তর হিসাবে বিবেচিত হবে। উত্তর না দেওয়া প্রশ্নে কোন মার্ক দেওয়া হবে না।

কৃ.পৃ.প.

প্রার্থীর নাম (ক্যাপিটাল অক্ষরে) : _____

আবেদন নম্বর (সংখ্যায়) : _____

রোল নম্বর (সংখ্যায়) : _____

পরীক্ষা কেন্দ্র (ক্যাপিটাল লেটারে) : _____

পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর : _____ পরিদর্শকের স্বাক্ষর : _____

কেন্দ্র সুপারিনটেনডেন্টের ফ্যাসিমাইল স্বাক্ষর স্ট্যাম্প : _____

নিম্নোক্ত অনুচ্ছেটি পড়ে প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দাও:

সুপ্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণে বর্ণিত কাহিনি অনুসরণে বলা যায়, রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীই দাবা খেলার স্রষ্টা। নৃতাত্ত্বিক গবেষকেরা হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় দাবা খেলা যে প্রচলিত ছিল, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। বাংলায় দাবা খেলার সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে John Cochrane-এর উদ্যোগে, যখন Calcutta Chess Club গড়ে উঠেছিল। এটি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দাবা খেলার ক্লাব। Cochrane ছিলেন সেই সময়ে বিশ্বজুড়ে পরিচিত একজন দাবা খেলোয়াড়, যিনি Howard Staunton-কে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। 'ক্যালকাটা চেস ক্লাব' প্রখ্যাত দাবাড়ু মহেশ চন্দ্র ব্যানার্জিকে আমন্ত্রণ জানান। সেকালের দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রুশ দাবাড়ু Dr. Alexander Alekhine ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আসেন এবং স্থানীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলায় অংশ নেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল চেস অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে ওঠে। রাজ্যে দাবার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোই এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য। এই অ্যাসোসিয়েশন 'অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন' স্বীকৃত। ক্রমে অ্যাসোসিয়েশন দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন শুরু করে, জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ এঁদেরই উদ্যোগে শুরু হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রাজ্য দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়, যাতে বিজয়ী হন প্রাণকৃষ্ণ কুন্ডু। দাবায় রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছয়জন গ্র্যান্ডমাস্টার, নজন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার, দুজন মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার এবং এক জন মহিলা ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার রয়েছেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে দিব্যেন্দু বড়ুয়া আমাদের রাজ্য থেকে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হন। দিব্যেন্দু বড়ুয়া তিনবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তিনি অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত। মাত্র উনিশ বছর বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত টানা ছবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। ২০০৯ সালে তিনি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী হন। ২০০৫ সালে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হন। বিশ্বনাথন আনন্দের সহযোগী হিসেবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় সুর্যশেখর কাজ করেছেন। ২০০২ সালের গ্র্যান্ডমাস্টার সন্দীপন চন্দ অত্যন্ত প্রতিভাবান দাবাড়ু। বহু দাবা অলিম্পিয়াডে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন।

1. 'Calcutta Chees Club' গড়ে উঠেছিল –

(1) ১৮৪৫ সালে (2) ১৮৫০ সালে

(3) ১৮৫৫ সালে (4) ১৮৬০ সালে

2. দিব্যেন্দু বড়ুয়া জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন -

(1) একবার (2) দু'বার

(3) তিনবার (4) চারবার

SPACE FOR ROUGH WORK

3. প্রথম রাজ্য দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় -

(1) ১৯৫৮ সালে (2) ১৯৫৯ সালে

(3) ১৯৬০ সালে (4) ১৯৬১ সালে

4. ১৯৬১ সালে প্রথম রাজ্য দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বিজয়ী হন -

(1) সন্দীপন চন্দ

(2) সূর্যশেখর গাঙ্গুলি

(3) প্রাণকৃষ্ণ কুন্ডু

(4) দিব্যেন্দু বড়ুয়া

5. 'সৃষ্টি'- শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

(1) সৃষ্+তি (2) সৃষ্ট+তি

(3) সৃজ+তি (4) সৃশ+তি

6. নিম্নলিখিত বিশুদ্ধ বানানটি হল –

(1) পুরষ্কার (2) সুচনা

(3) উনবিংশ (4) কাহিনি

নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দাও:

বাংলায় সিনেমা দেখানো ব্যাপারটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় জে. এফ. ম্যাডান নামে এক পারসি ব্যবসায়ীর উদ্যোগে। বাঙালির যাত্রা ও নাটকপ্রীতিকে তিনি ব্যবসার কাজে লাগান। ১৯০২ সালে তিনি ছবি দেখানোর কিছু যন্ত্রপাতি কিনে কলকাতার ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে এবং পরে এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস নামে প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখাতে শুরু করেন। এর দু-বছরের মধ্যেই তিনি তৈরি করেন ম্যাডান থিয়েটার লিমিটেড। প্রথম দিকে ইংরাজি ছবি দেখালেও ১৯১৩ সালে বম্বেতে দাদাসাহেব ফালকে 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' তৈরি করার পর ম্যাডান হিন্দি সিনেমা দেখাতেও আরম্ভ করেন। ১৯১৭ সালে ম্যাডানের প্রযোজনায় ফালকের 'রাজা হরিশ্চন্দ্র', রুস্তমজি ধোতিওয়ালার নির্দেশনায় 'সত্যবাদী রাজা হরিশ্চন্দ্র' নামে বাংলা টাইটেল-সহ দেখানো হয়। তারপর ক্রমশ বাংলা সিনেমা প্রযোজনা করার ক্ষেত্রেও তাঁরা এগিয়ে আসেন। ১৯১৯ সালে ম্যাডান কোম্পানির প্রযোজনায় প্রথম বাংলা কাহিনিচিত্র 'বিল্বমঙ্গল' তৈরি হয়। নির্মাণে, অভিনয়ে এবং পরিকল্পনায় এর প্রধান কারিগর ছিলেন প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি এবং জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও বিষবৃক্ষ (১৯২২), প্রফুল্ল (১৯২৬), শিবরাত্রি (১৯২৬), জনা (১৯২৮), নল-দময়ন্তী, মহাভারত, নৌকাডুবি ইত্যাদি মোট ৬২টি ছবি ম্যাডানের প্রযোজনায় তৈরি হয়েছিল।

এই সময়েই ম্যাডানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে একে একে অনেক কোম্পানির জন্ম হয়। ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি, অরোরা ফিল্ম কোম্পানি, ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস, আর্য ফিল্মস, তাজমহল ফিল্মস, গ্রাফিক আর্টস, বরুয়া ফিল্ম ইউনিট, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফ্ট ইত্যাদি কোম্পানিগুলি ছবি পরিবেশনা ও প্রযোজনার কাজে নামে। এদের প্রযোজনায় মোট ১১৯টি নির্বাক সিনেমা তৈরি হয়েছিল। এদের মধ্যে ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম এবং অরোরা ফিল্মের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডিজি) ও নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী বানিয়েছিলেন ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি। ১৯২১ সালে তাঁদের বিখ্যাত ছবি 'বিলেত ফেরত' প্রদর্শিত হয়। বাংলা সিনেমায় চ্যাপলিনের ম্যানারিজম ও ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের আমদানি করেছিলেন ডি জি। এছাড়াও 'দি লেডি টিচার', 'দি ম্যারেজ টনিক' ইত্যাদি সিনেমাগুলিও বেশ বিখ্যাত হয়েছিল। তিনিই প্রথম শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদের অভিনয়ে আনেন। তাঁর স্ত্রী প্রেমলতিকা দেবীও সিনেমায় যোগ দেন। এভাবেই তাঁর উদ্যোগে সিনেমা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি শিল্পমাধ্যম হয়ে উঠতে শুরু করে। 'দস্যু রত্নাকর' (১৯২১)-এর মতো পৌরাণিক কাহিনি দিয়ে অনাদি বসুর অরোরা ফিল্ম কোম্পানির যাত্রা শুরু। এরপরে 'বিদ্যাসুন্দর' (১৯২২) তাঁরাই প্রযোজনা করেন।

7. বাংলায় সিনেমা দেখানো ব্যাপারটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় কার হাতে ?

(1) প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি (2) জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

(3) দাদাসাহেব ফাল্‌কে (4) জে. এফ. ম্যাডান

8. জে এফ ম্যাডান কত সালে কলকাতার ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখাতে শুরু করেন ?

(1) ১৯০১ সালে (2) ১৯০২ সালে

(3) ১৯০৩ সালে (4) ১৯০৪ সালে

9. ১৯১৯ সালে ম্যাডান কোম্পানির প্রযোজনায় নির্মিত প্রথম বাংলা কাহিনিচিত্র কোনটি ?

(1) বিল্বমঙ্গল (2) বিষবৃক্ষ

(3) প্রফুল্ল (4) শিবরাত্রি

10. নিম্নে উল্লিখিত বিশুদ্ধ শব্দটি হল -

(1) লাহিড়ী (2) লাহিড়ি (3) লাহীড়ী (4) লাহীড়ি

11. কে প্রথম শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদের অভিনয়ে আনেন ?

(1) প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি (2) জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

(3) ডি. জি. (4) জে. এফ. ম্যাডান

12. মোট কতগুলি ছবি ম্যাডানের প্রযোজনায় তৈরি হয়েছিল ?

(1) ৬০ টি (2) ৬১ টি (3) ৬২ টি (4) ৬৩ টি

SPACE FOR ROUGH WORK

নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দাও:

বুদ্ধিটা কী করে এল তা বলি। এক পুরোনো বাংলা নাটকে দেখি লেখা আছে 'রাজা রথারোহণম নাটয়তি'। অর্থাৎ, 'রাজা রথে আরোহণ করার ভঙ্গি করলেন'। কিন্তু কী যে সেই ভঙ্গি, তা আজ কেউ বলতে পারে না। নিশ্চয়ই এমন কোনো ভঙ্গি ছিল, যা করলে দর্শক ধরে নিত যে রাজা রথে চড়লেন। রথেরও দরকার হত না, ঘোড়ারও দরকার হত না। –কিন্তু কী সেই ভঙ্গি যা আজকের দর্শক মেনে নেবে?

উড়ে দেশের যাত্রায় দেখেছি রাজা বললেন দূতকে - তমে ঘোড়া নেইকরি চঞ্চল খবর নেই আসিবি।

দূত অমনি ছোটো ছেলের মতো দুই পায়ের ফাঁকে একটা লাঠি গলিয়ে ঘোড়ায় চড়ার মতো হেট্ হেট্ করতে করতে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরে সেই একই ভঙ্গিতে ফিরে এসে সংবাদ রিপোর্ট করে দিল। দর্শক কিন্তু কেউ হাসল না, সবাই অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মেনে নিল যে দূত ঘোড়ায় চড়েই গেল এবং এল।

আর একবার এক মারাঠি তামাশায় দেখেছিলাম, মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে চাষি তার জমিদারের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করল, শেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলল মন্দিরে, ভগবানের কাছে নালিশ জানাতে। চলল বটে, কিন্তু বেরিয়ে গেল না। তক্তার উপরে বারকয়েক গোল হয়ে ঘুরপাক খেলে, যেন গ্রামটা অতিক্রম করে যাচ্ছে, তারপর অপর একপাশে গিয়ে কাল্পনিক মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভগবানকে মনের দুঃখের কথা নিবেদন করতে থাকল। এদিকে যে অভিনেতা জমিদার সেজে এতক্ষণ গর্জন করছিল, সে দর্শকের সামনেই মুখে একটা দাঁড়ি গোঁফ এঁটে পুরুত সেজে অপর পাশে চাষির সামনে গিয়ে আবার ধর্মীয় তর্জন শুরু করে দিল, এবং মাঠ ভর্তি লোক নিঃশব্দে এসব মেনে নিয়ে দেখলে।

দেখে প্রথমে খুব উল্লাস হয়েছিল যে পেয়ে গেছি পন্থা, কিন্তু যতই ভাবতে থাকলাম ততই যেন আবার কেমন চুপসে গেলাম। মনে হল লোকে মানবে না। এ শহরে সব কত কত ইংরিজি জানা লোক, তারা ফি হপ্তায় বিলিতি বায়োস্কোপ দেখে, আর প্যান্টুলুন পরে ইংরিজি বলে। তারা এসব মানবে কেন? তবে হ্যাঁ, মানতে পারে, যদি সাহেবে মানে। যেমন রবিঠাকুরকে মেনেছিল।

এমনি সময় হঠাৎই এক সাহেবের লেখা পড়লাম। রুশদেশীয় এক বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক-নাম আইজেনস্টাইন।

13. 'রাজা রথারোহণম নাটয়তি'–সঠিক অর্থটি নির্বাচন করো :

(1) রাজা রথে বসে নাটক করলেন

(2) রাজা রথে আরোহণ করার ভঙ্গি করলেন

(3) রাজা রথ হরণ করার ভঙ্গি করলেন

(4) রাজা রথ হরণ করার নাটক করলেন

SPACE FOR ROUGH WORK

14. 'তমে ঘোড়া নেইকরি চঞ্চল খবর নেই আসিবি'–কথাটি উল্লিখিত হয়েছে :

(1) মারাঠি তামাশায়

(2) মস্কোতে জাপানি থিয়েটারে

(3) উড়ে দেশের যাত্রায়

(4) এক পুরোনো বাংলা নাটকে

15. 'নালিশ'-এর সমার্থক শব্দটি হল:

(1) অনুযোগ (2) উচ্ছেদ

(3) ডিসমিস (4) বরখাস্ত

16. জমিদারের প্রসঙ্গ এসেছে যে নাটকে -

(1) পুরোনো বাংলা নাটকে (2) উড়ে দেশের যাত্রায়

(3) মারাঠি তামাশায় (4) জাপানি থিয়েটারে

17. নিম্নে উল্লিখিত কোনটি 'তামাশা' শব্দের সমার্থক নয় ?

(1) পরিহাস (2) গর্হিত

(3) কৌতুক (4) খেলা

18. মারাঠি তামাশায় যিনি জমিদার সেজেছিলেন তিনি আবার পরবর্তীতে কোন চরিত্রে অভিনয় করেন ?

(1) চাষী (2) দূত

(3) ভগবান (4) পুরুত

নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দাও:

গারো পাহাড়ের ঠিক নীচেই সুসং পরগনা। রেললাইন থেকে অনেকটা দূরে। গাড়ি যাবার যে রাস্তা, সে-রাস্তায় যদি কখনও যাও কান্না পাবে। তার চেয়ে হেঁটে যেতে অনেক আরাম।

সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে সোমেশ্বর নদী। শীতকালে দেখতে ভারি শান্তশিষ্ট - কোথাও কোথাও মনে হবে হেঁটেই পার হই। কিন্তু যেই জলে পা দিয়েছি, অমনি মনে হবে যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্রোত তো নয়, যেন কুমিরের দাঁত। পাহাড়ি নদী সোমেশ্বরী-সর্বদা যেন রেগে টং হয়ে আছে।

তার চেয়ে ফেরি আছে, গোরু-ঘোড়া-মানুষ একসঙ্গে দিব্যি আরামে পার হও। হিন্দুস্থানি মাঝির মেজাজ যদি ভালো থাকে, তোমার কাছ থেকে দেশবিদেশের হালচাল জেনে নেবে। হয়তো গর্ব করে বলবে, তার যে বিহারি মনিব, বাংলার সব ফেরিঘাটেরই সে মালিক।

SPACE FOR ROUGH WORK

পাহাড়ের নীচে যারা থাকে, তারা আমাদেরই মতো হালবলদ নিয়ে চাষ-আবাদ করে। মুখচোখে তাদের পাহাড়ি ছাপ। হাজং-গারো-কোচ-বানাই-ডালু-মার্গান এমনি সব নানা ধরনের জাত। গারোদের আলাদা ভাষা; হাজং-ডালুদের ভাষা যদিও বাংলা, কিন্তু তাদের উচ্চারণ আমাদের কানে একটু অদ্ভুত অত ঠেকে। 'ত'-কে তারা 'ট' বলে, 'ট'-কে 'ত'; আবার 'ড'-কে তারা 'দ' বলে, 'দ'-কে 'ড'। প্রথম শুনলে ভারি হাসি পাবে। ভাবো তো, তোমার কাকার বয়সের একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক দুধকে ডুড বলছে, তামাককে টামাক।

এ-অঞ্চলের গারোদের ঘর দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়। মাচা করে ঘর বাঁধা। মাচার ওপরে যেখানেই শোয়া, সেখানেই রান্নাবান্না সবকিছু। হাঁসমুরগিও এই উচ্চাসনেই থাকে। এটা হচ্ছে পাহাড়ি স্বভাব। বুনো জন্তুজানোয়ারের ভয়েই এই ব্যবস্থা।

এই অঞ্চলের হাজংরাই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি। 'হাজং' কথার মানে নাকি 'পোকা'। তাদের মতে, পাহাড়তলীর এই অঞ্চলে হাজংরাই প্রথম আসে; আর তখন চাষবাসে তাদের জুড়ি নাকি আর কেউ ছিল না। পাহাড়ি গারোরা তাই তারিফ করে তাদের নাম দিয়েছে হাজং - অর্থাৎ চাষের পোকা।

19. সোমেশ্বর নদীর স্রোতকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ?

(1) বরফের সঙ্গে (2) হাতির শুড়ের সঙ্গে

(3) কুমিরের সঙ্গে (4) বল-এর সঙ্গে

20. গারোদের ঘরগুলি ছিল -

(1) মাচার (2) টিনের (3) টালির (4) তাঁবুর

21. 'হাজং' কথার মানে হল –

(1) হেজে যাওয়া (2) হজ ফেরত

(3) হাজিরা (4) পোকা

22. 'আরাম'- শব্দটি কোন ভাষার শব্দ ?

(1) আরবি (2) ফারসি (3) তুর্কি (4) উর্দু

23. হাজাং-ডালুদের ভাষা হল -

(1) বাংলা (2) ওড়িয়া

(3) অসমিয়া (4) তেলেগু

24. সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে যে নদী -

(1) সোমেশ্বর (2) তিস্তা

(3) তোর্সা (4) জলঢাকা

SPACE FOR ROUGH WORK

25. প্রশ্ন -মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্প থেকে বড়ো পিসিমার সংলাপগুলি ক্রমানুসারে সাজাও :

(A) যজ্ঞি হলো আর তুমিও মল্লে

(B) তোমার শ্বশুরই মরতে বসেছে বাছা

(C) নামতে পারলে বাছা

(D) উনি আমার পতিদেবতা

(1) (D), (B), (C), (A)
(2) (A), (C), (B), (D)
(3) (B), (A), (D), (C)
(4) (C), (B), (D), (A)

26. প্রশ্ন-সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'ভারতবর্ষ' গল্পের বিভিন্ন দোকানের নাম দেওয়া হল। গল্প অনুসারে সেগুলির ক্রম সাজাও :

(A) মুদিখানার দোকান
(B) সন্দেশের দোকান
(C) চায়ের দোকান
(D) পোশাকের দোকান

নীচের সংকেত থেকে ঠিক ক্রমের শুদ্ধ বিকল্পটি হল :

(1) (A), (B), (C), (D).
(2) (C), (B), (D), (A).
(3) (B), (A), (D), (C).
(4) (C), (D), (B), (A).

27. প্রশ্ন-'ভারতবর্ষ' গল্প থেকে বুড়ির সংলাপ দেওয়া হল। গল্প অনুযায়ী সেগুলির ক্রম সাজাও :

(A) তোরা মর্! মুখপোড়ারা

(B) তোরা মর্। তোদের শতগুষ্টি মরুক

(C) তোমাদের কত্তাবাবা টাট্টু

(D) সে-কথায় তোমাদের কাজ কী বাছারা ?

নীচের সংকেত থেকে ঠিক ক্রমের শুদ্ধ বিকল্পটি হল :

(1) (A), (C), (B), (D).
(2) (A), (D), (B), (C).
(3) (D), (C), (B), (A).
(4) (C), (B), (D), (A).

28. প্রশ্ন - মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্পে উল্লিখিত গাছগুলির ক্রম সাজাও :

(A) ক্যাওড়া
(B) তেঁতুল
(C) বেল
(D) বট

নীচের সংকেত থেকে ঠিক ক্রমের শুদ্ধ বিকল্পটি হল :

(1) (A), (B), (C), (D)
(2) (A), (C), (B), (D)
(3) (B), (A), (D), (C)
(4) (C), (A), (D), (B)

SPACE FOR ROUGH WORK

29. প্রশ্ন - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের সংলাপগুলির ক্রম সাজাও :

(A) একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।

(B) এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী ?

(C) একবেলার ভাত বিলিয়ে দি।

(D) না খেয়ে মরে গেল !

নীচের সংকেত থেকে ঠিক ক্রমের শুদ্ধ বিকল্পটি হল :

(1) (D), (B), (A), (C)
(2) (A), (C), (B), (D)
(3) (B), (A), (D), (C)
(4) (C), (B), (D), (A)

30. প্রশ্ন- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'আমি দেখি' কবিতার লাইনগুলি ক্রম অনুসারে সাজাও :

(A) বাগানে বসাও আমি দেখি

(B) সবুজের অনটন ঘটে...

(C) গাছ দেখে যাওয়া

(D) দেহ চায় সবুজ বাগান

নীচের সংকেত থেকে ঠিক ক্রমের শুদ্ধ বিকল্পটি হল :

(1) (C), (B), (A), (D)
(2) (A), (C), (B), (D)
(3) (B), (A), (D), (C)
(4) (C), (B), (D), (A)

31. প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করো :

শব্দ	প্রতিশব্দ
(A) লহরী	i. ভদ্র
(B) কুটির	ii. ঊর্মি
(C) সুশীল	iii. রাজীব
(D) পদ্ম	iv. সদন

প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরের বিকল্পটি হল :

(1) A - iv, B - ii, C - iii, D - i

(2) A - iv, B - iii, C - ii, D - i

(3) A - i, B - ii, C - iii, D - iv

(4) A - ii, B - iv, C - i, D - iii

32. প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করো :

শব্দ	প্রতিশব্দ
(A) বহ্নি	i. শর্বরী
(B) নেত্র	ii. সুধাকর
(C) চাঁদ	iii. লোচন
(D) রাত্রি	iv. অনল

প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরের বিকল্পটি হল :

(1) A - iv, B - iii, C - ii, D - i
(2) A - i, B - ii, C - iii, D - iv
(3) A - ii, B - iii, C - iv, D - i
(4) A - iii, B - ii, C - i, D - iv

33. প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করুন:

শব্দ	বিপরীত শব্দ
(A) বন্ধ	i. বিষাদ
(B) হর্ষ	ii. খোলা
(C) নিথর	iii. নিভে
(D) জ্বলে	iv. থরথর

প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরের বিকল্পটি হল :

(1) A - i, B - ii, C - iii, D - iv
(2) A- iii, B - iv, C - i, D - ii
(3) A - iv, B - iii, C - ii, D - i
(4) A - ii, B - i, C - iv, D - iii

34. প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করো :

শব্দ	বিপরীত শব্দ
(A) মুখর	i. শিথিল
(B) রমণীয়	ii. শ্যামল
(C) ধবল	iii. কুৎসিত
(D) দৃঢ়	iv. মৌন

প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরের বিকল্পটি হল :

(1) A - iii, B - i, C - iv, D - ii
(2) A - iii, B - iv, C - ii, D - i
(3) A - iv, B - iii, C - ii, D - i
(4) A - i, B - iv, C - ii, D - iii

35. প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করো:

শব্দ	সমার্থক শব্দ
(A) ধুম	i. ধোঁয়া
(B) ধূম	ii. বালিশ
(C) উপাদান	iii. জাঁকজমক
(D) উপাধান	iv. উপকরণ

প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরের বিকল্পটি হল:

(1) A - i, B - iv, C - iii, D - ii
(2) A - iv, B - iii, C - ii, D - i
(3) A - ii, B - i, C - iv, D - iii
(4) A - iii, B - i, C - iv, D - ii

36. প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করো :

প্রবাদ	অর্থ
(A) বালির বাঁধ	i. সুসময়
(B) ভস্মে ঘি ঢালা	ii. ঠুনকো
(C) হাতটান	iii. অপব্যয় করা
(D) পৌষ মাস	iv. চুরির অভ্যাস

প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরের বিকল্পটি হল :

(1) A - ii, B - iii, C -iv, D - I
(2) A - iii, B - ii, C - iv, D - i
(3) A -iv, B - iii, C - i, D - ii
(4) A - i, B - iv, C - ii, D - iii

37. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল :

(A) অতী লোভে মাঝি নষ্ট

(B) উঠন্তি মুলো পত্তনিতেই বোঝা যায়

(C) ভালো গরু বামুণকে দান

(D) গেঁয়ো যোগী ভিখ পায়

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে শুদ্ধ মন্তব্যটি হল:

(1) কেবল (A), (B) এবং (C)
(2) কেবল (B)
(3) কেবল (A) এবং (C)
(4) কেবল (B) এবং (C)

38. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল :

(A) অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
(B) দশচক্রে পেত্নী ভূত
(C) হাতে পাঁজি রবিবার
(D) ঢেঁকি স্বর্গে গিয়ে নিস্তেজ হয়

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল :

(1) কেবল (A)
(2) কেবল (B) এবং (C)
(3) কেবল A, (B) এবং (C)
(4) কেবল (C)

39. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল :

(A) তার লজ্জা হওয়ার কারণ নেই
(B) তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন
(C) তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন
(D) তাঁর কথা শুনে আমি সন্তুষ্ট হলাম

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

(1) কেবল (A), (B) এবং (C)
(2) কেবল (C) এবং (D)
(3) কেবল (A) এবং (D)
(4) কেবল (B) এবং (C)

40. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল :

(A) সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়
(B) তোমার প্রবেশ নিষিদ্ধ
(C) সময় বড়ো সংক্ষেপ
(D) তিনি অন্তর্ধান হলেন

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল :

(1) কেবল (A), (B) এবং (C)
(2) কেবল (A), (B) এবং (D)
(3) কেবল (C) এবং (D)
(4) কেবল (A) এবং (B)

41. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল :

(A) নুন জল খেয়ে লাগো
(B) সকল ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে বলছি
(C) কথাগুলি লজ্জাকর
(D) নানাবিধ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল :

(1) কেবল (C)
(2) কেবল (A), (B) এবং (C)
(3) কেবল (A) এবং (D)
(4) কেবল (A) এবং (B)

42. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল :

(A) সে আমার শিবরাত্রির সলতে

(B) সে আমার অমাবস্যার সলতে

(C) তাঁর জীবনতরু নিভে গেল

(D) ঠনঠনে ঠান্ডা

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল :

(1) কেবল (A), (B) এবং (C) (2) কেবল (A), (B) এবং (D)

(3) কেবল (A) এবং (B) (4) কেবল (A)

43. যে শব্দটি 'চাঁদ' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় -

(1) আগার (2) সোম (3) ইন্দু (4) মৃগাঙ্ক

44. যে শব্দটি 'বিধাতা' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় -

(1) ইলাহি (2) অহি (3) বিভু (4) ঈশ

45. যে শব্দটি 'চোখ' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় -

(1) লোচন (2) ঈক্ষণ (3) ত্রিযামা (4) অক্ষি

46. যে শব্দটি 'আকাশ' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় -

(1) খ (2) অম্বর (3) নভ (4) দিগম্বর

47. 'সমষ্টি' শব্দটির বিপরীত শব্দ হল -

(1) ব্যষ্টি (2) সাফল্য (3) মোট (4) যোগফল

48. 'সুধা' শব্দটির বিপরীত শব্দ হল-

(1) অমৃত (2) হলাহল

(3) চুন (4) জ্যোৎস্না

49. 'শোক' শব্দটির বিপরীত শব্দ হল-

(1) ব্যথা (2) অনুতপ্ত

(3) হর্ষ (4) বিষাদ

50. 'বহাল' শব্দটির বিপরীত শব্দ হল-

(1) তবিয়ত (2) নিযুক্ত

(3) বলবত (4) বরখাস্ত

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী মন দিয়ে পড়ুন :

8. কোনো প্রার্থীকে ওএমআর উত্তরপত্র খালি রাখতে দেওয়া হবে না। যদি কোনো OMR উত্তরপত্র খালি পাওয়া যায়, তাহলে তা পরিদর্শক তার স্বাক্ষরসহ এটিতে "বাতিল" বলে উল্লেখ করে ক্রস করবেন।

9. টেস্ট বুকলেটের ও ওএমআর উত্তরপত্র এর কোনো পৃষ্ঠা ছিঁড়বেন না বা ভাঁজ করবেন না।

10. প্রার্থীদের ওএমআর উত্তরপত্রে সঠিক বিবরণ যেমন, আবেদন নং, রোল নং, টেস্ট বুকলেট নং, নাম, মায়ের নাম, পিতার নাম এবং স্বাক্ষর সঠিক ভাবে পূরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

11. পরীক্ষার পুস্তিকাতে ফাঁকা যায়গাটি রাফ কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে।

12. উত্তরগুলি ইলেকট্রনিক স্ক্যানিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। অসম্পূর্ণ বা ভুল এন্ট্রি হলে OMR উত্তর পত্র অবৈধ হিসাবে ধরা হতে পারে।

13. প্রার্থীদের ওএমআর উত্তরপত্রে ভাঁজ বা বিভ্রান্তিকর চিহ্ন না ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষার সময় ওএমআর উত্তরপত্রে যেকোনও উপায়ে দাগ, আঁচড় বা ক্ষতি করার জন্যই রেজার, পেরেক, ব্লেড, সাদাতরল/হোয়াইটনার ইত্যাদি ব্যবহার করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। ইরেজার, পেরেক, ব্লেড বা হোয়াইট ফ্লুইড/হোয়াইটনার ব্যবহার করে যেকোনো উপায়ে দাগ, আঁচড় বা ক্ষতিকরার জন্য প্রার্থীদের প্রার্থীতা এবং OMR উত্তরপত্র বাতিল করা হবে।

14. ওএমআর উত্তরপত্রের একটিই কপি থাকবে, অর্থাৎ মূলকপি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে, প্রার্থীকে ওএমআর উত্তরপত্রটি পরিদর্শকের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষার্থী পরীক্ষা পুস্তিকাটি নিয়ে যেতে পারেন। যদি পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের কাছে OMR উত্তর পত্র হস্তান্তর না করে এবং OMR উত্তর পত্র নিয়ে চলে যায়, তবে তার পরীক্ষার্থীকে বাতিল করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও শুরু করা হবে।

15. পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রার্থীদেরকে রুমাল, কোনো মোবাইল ফোন, কোনো ধরনের ঘড়ি, বেল্ট বা অলঙ্কার যেমন রিং, চেইন, কানের রিং ইত্যাদি, ইলেকট্রনিক বা যোগাযোগের যন্ত্র, কলম, পেন্সিল, ইরেজার, শার্পনার এবং সংশোধন তরল বহন না করার জন্য কঠোর ভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।। কোনো পরীক্ষার্থীর কাছে এ ধরনের কোনো জিনিস পাওয়া গেলে তাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষাকক্ষে প্রার্থীর দ্বারা উপরে উল্লিখিত জিনিস, মোবাইল ফোন বা অন্য কোন সাহায্যকারী সামগ্রী রাখা একটি গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এটি পরীক্ষা থেকে তাকে বাতিল এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষা থেকেও তাকে বঞ্চিত করতে পারে।

16. যদি কোনো প্রার্থী কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করে বা কোনো বিশৃঙ্খলা বা অসদাচরণ দেখায়, তাহলে প্রার্থীকে বাতিল করা হবে এবং ভবিষ্যত পরীক্ষা থেকে বিরত থাকা সহ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

17. ইলেকট্রনিক/ম্যানুয়াল ক্যালকুলেটর ব্যবহার অনুমোদিত ***নয়*** ।